দৈনিক জনকণ্ঠ

৩৭

তারিখ SEP. 1 8 1999
পৃষ্ঠা ১ কলাম ২

ফেব্রুয়ারি থেকে শিক্ষানীতির বাস্তবায়ন শুরু হতে পারে

খায়রুল আনোয়ার

সরকারের নীতিনির্ধারকদের টানাপোড়েনে জাতীয় শিক্ষানীতির বাস্তবায়ন বিলম্বিত হচ্ছে। '৯৭ সালের সেপ্টেম্বর মাসে শিক্ষানীতি প্রণয়ন কমিটি তার রিপোর্ট পেশ করলেও দীর্ঘ দুই বছরেও তা মন্ত্রিসভার চূড়ান্ত অনুমোদন লাভে সক্ষম হয়নি। ফলে একবিংশ শতাব্দীর দ্বারপ্রান্তে এসেও দেশ পূর্ণাঙ্গ ও সুষ্ঠু শিক্ষানীতি ছাড়াই চলছে। তবে শিক্ষা মন্ত্রণালয়ের একটি উচ্চ পর্যায়ের সূত্র জানিয়েছে, ভাষা শহীদদের স্মরণে রেখে আগামী বছরে ফেব্রুয়ারি মাস থেকে জাতীয় শিক্ষানীতির আনুষ্ঠানিক বাস্তবায়ন শুরু হবে।

নির্ভরযোগ্য সূত্র জানায়, মন্ত্রিসভার দুই প্রভাবশালী সদস্যের আপত্তির কারণেই প্রস্তাবিত শিক্ষানীতির বাস্তবায়ন প্রক্রিয়া শুরু হচ্ছে না। চিরাচরিতভাবে এ শিক্ষানীতির বিরুদ্ধেও ছাত্র আন্দোলন গড়ে উঠতে পারে, এ রকম আশঙ্কা ব্যক্ত করে সরকারের দুই নীতিনির্ধারক সহসাই শিক্ষানীতি বাস্তবায়নের বিপক্ষে অবস্থান নেন। ফলে মন্ত্রিসভা নীতিগতভাবে এ শিক্ষানীতি গ্রহণ করলেও দুইবার সভায় উত্থাপনের পরেও তা আনুষ্ঠানিক অনুমোদন লাভ করেনি।

বর্তমান সরকার ক্ষমতাসীন হওয়ার পর জনগণের আশা-আকাঙ্ক্ষা, দেশের ইতিহাস, সংস্কৃতি, মূল্যবোধ, ধর্মীয় বিশ্বাস, স্বাধীনতা ও মুক্তিযুদ্ধের চেতনা সংবলিত একটি গণমুখী ও সর্বজনীন শিক্ষা ব্যবস্থা প্রতিষ্ঠার উদ্যোগ নেয়। সরকার তার প্রতিশ্রুত শিক্ষানীতি প্রণয়নের লক্ষ্যে তত্ত্বাবধায়ক সরকারের সাবেক শিক্ষা উপদেষ্টা অধ্যাপক এম শামসুল হককে আহ্বায়ক করে ৫৬ সদস্যের একটি কমিটি গঠন করে। দেশের বিশিষ্ট শিক্ষাবিদ, শিক্ষা প্রশাসক, চিন্তাবিদ, পেশাজীবী ও শিক্ষক সংগঠনের প্রতিনিধি ও বেসরকারী সংস্থার প্রতিনিধি এই কমিটির সদস্য নিযুক্ত হন। '৯৭ সালের ১৪ জানুয়ারি শিক্ষা মন্ত্রণালয়ের অফিস আদেশে গঠিত এ কমিটিকে ১৯৭৪ সালে প্রস্তুতকৃত ডঃ কুদরাত-এ-খুদা শিক্ষা কমিশনের প্রতিবেদনের ভিত্তিতে একটি বাস্তব, গণমুখী ও যুগোপযোগী শিক্ষানীতি প্রণয়ন করতে বলা হয়। পূর্ণাঙ্গ শিক্ষানীতি প্রণয়ন করে তা সরকারের কাছে পেশের জন্য একই বছরের ৩০ এপ্রিল পর্যন্ত সময়সীমা নির্ধারণ করে দেয়া হয়।

কমিটির সদস্যগণ ২৪টি সভায় মিলিত হয়ে দেশের শিক্ষাব্যবস্থা সম্পর্কে বিস্তারিত আলোচনা ও মতবিনিময় করেন। কমিটি জাতীয় সংবাদপত্রসমূহে প্রচারিত বিজ্ঞপ্তির মাধ্যমে প্রাপ্ত জনগণের মতামত, শিক্ষক, ছাত্র সংগঠনের প্রতিনিধি, বিভিন্ন ধর্মীয় ও সামাজিক সংগঠনের প্রতিনিধি,

(১১ পৃষ্ঠা ২-এর কঃ দেখুন)

ফেব্রুয়ারি থেকে

(প্রথম পাতার পর)

পেশাজীবী শ্রেণীর মতামত পর্যালোচনা করে। এছাড়া কমিটি '৭৯ সালের অন্তর্বর্তীকালীন শিক্ষানীতি ও '৮৮ সালের মফিজুদ্দিন শিক্ষা কমিশনের সুপারিশও পর্যালোচনা করেছে। তবে বাংলাদেশের চাহিদার নিরিখে '৭৪ সালে প্রণীত কুদরাত-এ-খুদা শিক্ষা কমিশনের সুপারিশ বর্তমান শিক্ষানীতি প্রণয়ন কমিটি গুরুত্বের সঙ্গে বিবেচনা করে। মূল কমিটি ১৯টি উপকমিটি গঠন করেছিল। জাতীয় শিক্ষানীতি প্রণয়ন কমিটি ২৪টি সভা করে এবং উপকমিটিগুলোর প্রতিবেদন বিস্তৃতভাবে পর্যালোচনার পর তা চূড়ান্তভাবে অনুমোদন করে। কমিটি '৯৭ সালের সেপ্টেম্বর মাসে তার প্রতিবেদন সরকারের কাছে পেশ করে।

শিক্ষানীতির উল্লেখযোগ্য দিক হচ্ছে, এতে বর্তমানের পাঁচ বছর মেয়াদী প্রাথমিক শিক্ষাকে পর্যায়ক্রমে আট বছরে উন্নীত করা, প্রাথমিক বিদ্যালয় থেকে কলেজ পর্যন্ত শিক্ষক নিয়োগের জন্য একটি পৃথক শিক্ষাকর্ম কমিশন প্রতিষ্ঠার সুপারিশ করা হয়েছে। সুপারিশে ২০০০ সাল নাগাদ শিক্ষাখাতে ক্রমান্বয়ে জাতীয় আয়ের বর্তমান বরাদ্দ ৫ শতাংশে উন্নীত করার কথা বলা হয়েছে। কমিটি বলেছে, শিক্ষাখাতে ইতোমধ্যে সৃষ্ট অনগ্রসরতা দূর করতেই এ পরিমাণ সম্পদ ব্যয় করতে হবে। প্রতিবছর ১ শতাংশ হারে তা বাড়ানো যেতে পারে। ২০১০ সাল নাগাদ তা ৭ শতাংশে উন্নীত করতে হবে। জাতীয় আয়ের ৭ শতাংশ শিক্ষাখাতে বরাদ্দ করতে পারলে শিক্ষাকে সর্বজনীন পর্যায়ে নেয়া সম্ভব হবে বলে কমিটি তার সুপারিশে উল্লেখ করেছে। সাম্প্রতিক সময়ে এ বরাদ্দের পরিমাণ ২ দশমিক ৩ শতাংশ।

শিক্ষানীতি বাস্তবায়ন বিলম্বিত হওয়ার প্রতি দৃষ্টি আকর্ষণ করা হলে শিক্ষা মন্ত্রণালয়ের শীর্ষ পর্যায়ের একটি সূত্র জনকণ্ঠকে জানায়, অক্টোবর মাসে এটি আবার মন্ত্রিসভায় পেশ করা হবে। এর আগে বিভিন্ন ছাত্র সংগঠনের প্রতিনিধি এবং চেম্বার প্রতিনিধিদের সঙ্গে শিক্ষামন্ত্রী বৈঠক করবেন। গত জুলাই মাসে মাদ্রাসার অধ্যক্ষদের সঙ্গে এ বৈঠক অনুষ্ঠিত হয়। বৈঠকে মাদ্রাসা অধ্যক্ষরা জাতীয় শিক্ষানীতির প্রতি তাঁদের সমর্থন ব্যক্ত করেন। সূত্র জানায়, মন্ত্রিসভার অনুমোদন, সংসদে আলোচনা এবং অন্যান্য আনুষ্ঠানিকতার পর ২০০০ সাল অর্থাৎ আগামী বছরের ফেব্রুয়ারি মাসে ভাষা শহীদদের স্মরণকে সামনে রেখে জাতীয় শিক্ষানীতির আনুষ্ঠানিক বাস্তবায়ন শুরু হবে।

শিক্ষানীতির বাস্তবায়ন সম্পর্কে জানতে চাইলে শিক্ষামন্ত্রী এএসএইচকে সাদেক বুধবার জনকণ্ঠকে বলেন, আমরা সংসদে সব দল মিলে প্রস্তাবিত শিক্ষানীতি নিয়ে আলোচনা করতে চাই। বিরোধী দল গত অধিবেশনে সংসদে আসেনি। আমরা তাদের জন্য অপেক্ষা করব। তবে বিরোধী দল শেষ পর্যন্ত সংসদে না এলে আমরা আর বসে থাকব না।